ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

WORKSHEET – 2020

Sub: Bengali(study material) **Class: XI** **Date: 10.07.2020**

কবিতা- শিক্ষার সার্কাস
রচয়িতা-আইয়াপ্পা পানিকর
অনুবাদক-উৎপল্‌কুমার বসু

<u>কবি পরিচিতিঃ</u> কেরালা কোভালামে ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহন করেন আইয়াপ্পা পানিকর।মালয়ালম সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।মালয়ালম সাহিত্যে আধুনিক যুগ আনতে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।মালয়ালম সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল কুরুক্ষেত্রম।

<u>বিষয়বস্তুঃ-</u> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'তোতাকাহিনী' গল্পে শিক্ষার এক ট্র্যাজিক রূপ দেখিয়েছিলেন।সেখানে বনের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কৃত্তিম শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য তোতাপাখিটিকে আবদ্ধ করা হয়েছিল খাঁচায়।রাশি রাশি পুঁথির ভারে ক্রমশ জরাজীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছিল পাখির হৃদয়।বাইরে থেকে বোঝার মতো চাপানো সেই বিদ্যার বহরে পাখিটির শেষপর্যন্ত মৃত্যু হয়। 'তোতাকাহিনি' গল্পে পাখিটির মৃত্যু হলেও শিক্ষার এই অন্তঃসারশূন্য ব্যবস্থার মৃত্যু হয় না তার প্রবাহ যেন চিরন্তন স্রোতে প্রবাহিত হয়ে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে শিক্ষার্থীর কোমল হৃদয়টিকে।তাকে আবদ্ধ করে ফেলেছে এক অন্তবিহীন প্রতিযোগিতার দৌড়ে।

আইয়াপ্পা পানিকর রচিত এবং উৎপল্‌কুমার বসু অনূদিত 'শিক্ষার সার্কাস' কবিতাতেও শিক্ষার এই অন্তঃসারশূণ্য রূপ ফুটে উঠেছে। কবি সেখানে 'আমি' এবং 'তুমি' এই দুই সর্বনামের প্রয়োগে দুই প্রতিযোগীর স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন।বর্তমান শিক্ষার ইঁদুর দৌড়ে সামিল এই দুই প্রতিযোগী।প্রথম,দ্বিতীয়,তৃতীয়,চতুর্থ শ্রেণি উত্তরণের মাধ্যমে তার তাদের প্রতিযোগী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে খুবই নিপুনভাবে।তবে মজার বিষয় হলো, এই দুই প্রতিযোগীর আপাত পার্থক্যের আড়ালে আসলে দুজনেই এক।অর্থ্যাৎ 'আমি' এবং 'তুমি' এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আসলে সেরকম কোনো পার্থক্য নেই।দুজনেই তাদের শ্রেনিগত শিক্ষা শেষে সামিল হবে বস্তুজাগতিক সাফল্যের রেশারেশিতে।

'তোতাকাহিনি' গল্পে পুঁথির প্রাচুর্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল পাখিটির ভালো থাকার ,আনন্দে থাকার খবরটি।'শিক্ষার সার্কাস' কবিতাতেও আমারা দেখতে পাই শিক্ষার এই শ্রেণিগত উত্তরণের সাময়িক সাফল্যের দাড়িপাল্লার আড়ালে হারিয়ে গেছে প্রকৃত শিক্ষার প্রশ্নটি।তাই কবিতার একদম শেষ পর্বে এসে কবিকেই হাল ধরতে হয় সেই প্রশ্নের।কবি সেখানে স্পষ্টতই জানিয়েছেন সব শিক্ষা আসলে একটি সার্কাস,যা আমাদের সাহায্য করে শ্রেণি উত্তরণে।আর এই শিক্ষা এবং জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। সার্কাসের বিভিন্ন খেলাগুলির মধ্যে থাকে কঠোর অনুশীলন, নিয়মের মধ্যে থাকার অঙ্গীকার।শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই অনুশীলন ও নিয়মশৃনঙ্খলা প্রয়োজনীয়, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে তৈরি করে এক জিজ্ঞাসা।যার উত্তর সন্ধানে আলোকের পথযাত্রী হতে হয় শিক্ষার্থীকে।বলাবাহুল্য যে এই আলোই হলো জ্ঞানের আলো।যে আলো শুধুমাত্র সঙ্কীর্ণভাবে নিজেকে পথ দেখায় না,বরং তা আলোকিত করে তোলে তার চারপাশের মানুষগুলিকেও।বর্তমানে শিক্ষার প্রচলিত প্রতিযোগিতার দৌড়ের থেকে পৃথক হয়ে শিক্ষার্থীকে খুঁজে নিতে হবে এই আলোর উৎস কে।তবেই হবে শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের প্রকৃত মেলবন্ধন।

[বিষয়বস্তুটি ভালো করে বুঝে পড়লে 'শিক্ষার সার্কাস' থেকে আসা যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।]

শিক্ষক/শিক্ষিকা-অর্পিতা চন্দ্র